ধন্যবাদের প্রার্থনা

১থিষলনীকীয় ১ অধ্যায় ২-৪ পদ

পৌলের সমসাময়িক লোকদের লেখা বিভিন্ন পত্রে আমরা দেখতে পাই যে, পত্রের শুরুতে প্রীতি সম্ভাষণের পর, দেব-দেবীদের কাছে প্রার্থনায় পত্রের পাঠকদের স্মরণ করার রীতি প্রচিলিত ছিল (বাঙালী রীতিতে আমরা সাধারণতঃ এমন কথা লিখে থাকি, *'আশা করি তোমরা সকলে " "এর কৃপায় ভালো* আছো')। তাই, আমরা যখন পৌলকেও তার বিভিন্ন পত্রে এই ধরণের রীতিকে অনুসরণ করতে দেখি, তখন তা দেখে অবাক হই না। গালাতীয় পত্র ছাড়া পৌলের লেখা সমস্ত পত্রেই এই পদ্ধতি আমাদের চোখে পড়ে (রোমীয় ১:৮; ১করিন্থিয় ১:৪; ফিলিপীয় ১:৩; কলসীয় ১:৩; ২থিষলনীকীয় ১:৩; ২তীমথিয় ১:৩; ফিলীমন ৪; ইত্যাদি)। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, পৌল এইভাবে পত্র-লিখনের সমসাময়িক রীতিকে (আকার/গঠন) অনুসরণ করলেও, বিষয়বস্তুর দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল সম্পূর্ণ নতুন ও পৃথক বিষয়কে উল্লেখ করেছে। ফলস্বরূপ পত্রের এই পার্থক্য, তার পাঠকদের মনে, যাদের বেশিরভাগ লোক ছিল পরজাতি নতুন বিশ্বাসী, বিশেষ রেখাপাত করেছে। থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যেমন সেই সমস্ত দেব-দেবীকে তাদের ঘর থেকে দূর করেছে (১:৯); পৌল ও তার সঙ্গীরাও তাদের পত্রে ঠিক তেমনই সেই সমস্ত দেব-দেবীদেরকে বাদ দিয়েছে। তাই, ধন্যবাদজ্ঞাপনের রীতিকে যদিও অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু সেই ধন্যবাদ একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে জানানো হয়েছে : ***"আমরা প্রার্থনাকালে তোমাদের নাম উল্লেখ করে তোমাদের সকলের জন্য সব সময় ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে থাকি।"***

হ্যাঁ, পরজাতিদের কোনও দেব-দেবীর কাছে নয়, কিন্তু একমাত্র সত্য ***"ঈশ্বরের"*** কাছে ধন্যবাদ জানানোর কথা পৌল বলেছে। তাই, এই ধন্যবাদ-জ্ঞাপন কেবল একটি অসতর্ক উল্লেখ নয়, কিন্তু এর দ্বারা তার পাঠকদের প্রতি পৌলের গভীর ও অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। পৌল ও তার সঙ্গীরা লিখছে যে, তারা তাদের প্রার্থনার সময় থিষলনীকীয় মণ্ডলীর সমস্ত বিশ্বাসীর নাম ধরে ধরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে থাকে। এর থেকে পরিষ্কার যে, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখে পৌল আনন্দিত হয়েছিল। এর আগে আমরা দেখেছি যে, পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচার করেছে, বেশি দিন হয়নি; কেবল তা-ই নয়, তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠানোর দ্বারা তাদের সঙ্গে পৌলের ক্রমশ যোগাযোগও ছিল। অন্যদিকে, গৃহ-মণ্ডলী হওয়ার কারণে, তাদের সদস্য সংখ্যাও তেমন বেশি ছিল না, তাই তাদের সকলের নাম ধরে ধরে প্রার্থনা করাটা কোনও অসম্ভব কাজ ছিল না। তাই একথা সহজেই অনুমেয় যে, প্রেরিত পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন প্রার্থনায় মিলিত হয়েছে, এবং তারা তাদের দ্বারা স্থাপিত বিভিন্ন মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রয়োজনকে যখন স্মরণ করেছে, তখন দাঙ্গা -বিধ্বস্ত থিষলনীকী মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কথা তারা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণ করেছে।

এখন, পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, তখন কোন্ কোন্ বিষয় স্মরণ করে তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, তা আমরা ৩ পদে দেখতে পাই : ***"আমরা তোমাদের বিশ্বাসের কাজ, প্রেমের পরিশ্রম ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট বিষয়ক প্রত্যাশার ধৈর্য আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে অবিরত স্মরণ করে থাকি।"*** হ্যাঁ, পৌল ৩টি কারণে, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে : ক) বিশ্বাসের কাজ, খ) প্রেমের পরিশ্রম, এবং গ) প্রত্যাশার ধৈর্য।

ক) বিশ্বাসের কাজ : নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৌল যখন এইভাবে সেই সমস্ত বিশ্বাসীর ***বিশ্বাসের কাজের*** জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, তখন ***বিশ্বাসের কাজের*** অর্থ হল, ***"বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত কাজ।"*** হ্যাঁ, এর অর্থ পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য বিভিন্ন কাজ বা সৎকাজ নয়; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে যে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পরিত্রাণ বিশ্বাসীরা পেয়েছে, তার ফলস্বরূপ যে কাজ, বা আচরণ তারা করে থাকে। অর্থাৎ, এর অর্থ হল, নতুনজন্মের (২করিন্থিয় ৫:৭) পরিবর্তনকারী ক্ষমতার বাহ্যিক প্রকাশ। পৌল সর্বদা একথা জোরের সঙ্গে বলেছে যে, আমরা কখনও আমাদের সৎকাজের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারি না (রোমীয় ৩:২০; ইফিষীয় ২:৮-৯)। রোমীয় ৩:২০-২১ পদে পৌল লিখেছে, ***"বিধানের কাজ দ্বারা কোনও প্রাণী তাঁর সামনে ধার্মিকগণিত হবে না, কারণ বিধান দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মায়।"*** কিন্তু এর পাশাপাশি, পৌল আবার পরিত্রাণ লাভের ফলস্বরূপ সৎকাজ বা পবিত্র আচরণের কথাও বলেছে। ইফিষীয় ২:১০ পদে পৌল লিখেছে, ***"কারণ আমরা তাঁরই রচনা, খ্রীস্ট যীশুতে বিভিন্ন সৎকাজের জন্য সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর আগে প্রস্তুত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।"*** আবার, ফিলিপীয় ২:১৩ পদানুসারে, ***"ঈশ্বরই নিজের মঙ্গল পরিকল্পনার জন্য বিশ্বাসীদের অন্তরে ইচ্ছা ও কাজ উভয়ের সাধনকারী।"*** হ্যাঁ, আমাদের সৎকাজ আমাদের পরিত্রাণের কারণ *(root)* নয়, তা আমাদের পরিত্রাণের ফল *(fruit)*।

পৌল থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচারের সময় যেহেতু তাদের কাছে খুব স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে যে, তারা তাদের সৎকাজের দ্বারা কখনও তাদের পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে না; সেইহেতু পৌল পরিত্রাণ লাভের দ্বারা সৎজীবনের বিভিন্ন আচরণ বা কাজের কথা এখানে উপস্থাপিত করতে দ্বিধা করেনি। অর্থাৎ, এগুলি হল সেই সমস্ত কাজ, যা বিশ্বাসের জীবনকে পরিচিত করে। পৌলের কাছে ***'বিশ্বাসের'*** অর্থ কেবল কয়েকটি সত্যের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত সম্মতি নয়, কিন্তু একজন জীবিত পরিত্রাতার প্রতি ব্যক্তিগত আস্থা প্রদর্শনের জীবন। এমন বিশ্বাস সমগ্র জীবনকে পরিবর্তিত না করে থাকতে পারে না।

আমরা চিন্তা করতে পারি, সেই নতুন মণ্ডলীর বিশ্বাসী হিসাবে, থিষলনীকীরা কী ধরণের ***বিশ্বাসের কাজের*** পরিচয় দিয়েছিল? হতে পারে, যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার পর, তাদের জীবনযাত্রায় যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল, সেগুলি হল, অসুস্থদের প্রতি যত্ন, মৃত্যুপথগামীদের প্রতি সান্ত্বনাপ্রদান, অন্বেষীদের শিক্ষাদান, এবং বিশেষতঃ সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্যদান (১:৬-১০ পদে এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। মনে রাখতে হবে, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা বিভিন্ন তাড়না ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এই সমস্ত বিশ্বাসের কাজের নমুনা প্রদর্শন করেছে। খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের প্রথম জীবিকা *(Vocation)* হল আমরা খ্রীস্টবিশ্বাসী; সংসার চালানোর জন্য আমরা যে কাজ করে থাকি, তা হল দ্বিতীয় জীবিকা। বিশ্বাসী আমাদের মধ্যে কি বিশ্বাসের কাজের বাহ্যিক প্রকাশ আছে?

খ) প্রেমের পরিশ্রম : এর অর্থ কেবল প্রত্যুপকারের কথা আশা করে, সামান্য সেবাকাজ নয়। এমন সাধারণ অর্থে পৌল এই কথা এখানে বব্যহার করেনি। পরিবর্তে, পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ভালোবাসা থেকে *(out of love)* কাজ করাকে নির্দেশ করেছে। তাই, এখানে এই কথা ভালোবাসার ফলাফলকে *(result)* নয়, কিন্তু ভালোবাসার মূল্যকে *(cost)* তুলে ধরেছে। এখন, এই কথার অর্থ উপলব্ধি করতে হলে, আমাদেরকে প্রথমে ***"ভালোবাসা"*** সম্বন্ধে খ্রীস্টীয় চিন্তাকে উপলব্ধি করতে হবে। ভালোবাসার জন্য গ্রিক ভাষায় বিভিন্ন শব্দ থাকা সত্ত্বেও, নতুন নিয়মে সেই সমস্ত শব্দ ব্যবহার না করে, *'agape'* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার ব্যবহার এর আগে প্রায় ছিল না বললেই চলে। নতুন নিয়মে, বিশেষ করে যোহনের লেখা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, এই ভালোবাসা এমন প্রকৃতির যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা থেকে, কিম্বা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা থেকে, তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই ভালোবাসা কেবল তখন উপলব্ধি করা সম্ভব, যখন আমরা ক্রুশে যীশুকে আমাদের পাপের প্রায়ঃশ্চিত্ত বলি হিসাবে উৎসর্গ করার মধ্যে ঈশ্বরের মহান ভালোবাসাকে উপলব্ধি করি (১যোহন ৪:১০)।

এখন গ্রিক ভাষায় ভালোবাসার জন্য যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি মূলতঃ *'eros'* থেকে এসেছে। এর প্রাথমিক অর্থ রোমান্টিক প্রেম বা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রেম। এই প্রেমের মধ্যে যে দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য, তা হল :

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(১) এই প্রেমের পাত্র সম্বন্ধে প্রেমিকের মনে উচ্চ ধারণা (বা যোগ্যতা) (লোকেরা সেই পাত্র সম্বন্ধে যা-ই বলুক না কেন), এবং (২) প্রেমের এই পাত্রকে অধিকার করার ইচ্ছা (আমরা কাউকে কখনও এমন কথা বলতে শুনি না যে, আমি যদিও তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি, কিন্তু ও কাকে বিয়ে করবে, তাতে আমরা কিছু আশে যায় না)। এই দুই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণে, এই প্রেম বিকৃত যৌন-লালসা কিম্বা নিতান্ত আবেগে রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

কিন্তু এর বিপরীতে, আমরা যখন খ্রীস্টীয় প্রেমকে চিন্তা করি, তখন আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করি। আমাদের যোগ্যতা দেখে কিম্বা আমাদের মধ্যে আগামী সম্ভাবনা দেখে, ঈশ্বর যে আমাদের ভালোবাসেন, তা নয়। পরিবর্তে, তিনি আমাদের সমস্ত অযোগ্যতা জেনেও, তিনি জানেন যে, আমাদের ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান (যিশাইয় ৬৪:৬), তথাপি আমাদের ভালোবাসেন। কেবল তা-ই নয়, আমাদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় বা ফায়দা লুঠবার আশায় তিনি আমাদের ভালোবাসেন না। বস্তুতঃ, যিনি এই বিশ্বব্রম্ভাণ্ডের মালিক, আমরা তাঁকে কী দিতে পারি? তথাপি তিনি আমাদের ভালোবাসেন, কারণ ভালোবাসাটাই তাঁর ধর্ম, কারণ তিনি নিজেই ভালোবাসা। আর তাঁর এই ভালোবাসা কেবল কথার ভালোবাসা নয়; কিন্তু তিনি তা তাঁর কাজে, তাঁর ত্যাগস্বীকারে, এমন কি নিজের পুত্রকে ক্রুশে উৎসর্গ করার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাই, সেই ক্রুশকে যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন পাপী আমাদের প্রতি নিখুঁত ও পবিত্র ঈশ্বরের ভালোবাসা কী, তা আমরা উপলব্ধি করি।

এখন যে ব্যক্তি ঈশ্বরের এই *'agape'* ভালোবাসার অর্থ উপলব্ধি করে, সে কখনও স্থির থাকতে পারে না। সে হয় এই প্রেমের বশীভূত হয়ে নিজে রূপান্তরিত হয়, নয় এই প্রেমকে সে অস্বীকার করে। যারা ঈশ্বরের এই প্রেমের বশীভূত হয়, তারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে অন্যদের ভালোবাসবে, তাদের যোগ্যতার কারণে নয়, কিন্তু তাদের বিভিন্ন অযোগ্যতা সত্ত্বেও। কেবল তা-ই নয়, সে তাদের ভালোবাসবে নিজের সুযোগ-সুবিধার আশায় নয়, কিন্তু তাদের উপকারের জন্য। পৌল এখানে থিষলনীকী মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, কারণ তাদের আত্ম-ত্যাগের পরিশ্রমের মধ্যে ঈশ্বরের এই *'agape'* ভালোবাসা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আপনি কি ঈশ্বরের এই ভালোবাসার অর্থ উপলব্ধি করেছেন? আপনি কি আপনার আত্ম-ত্যাগের পরিশ্রমের মধ্যে তার প্রকাশ রেখেছেন?

গ) প্রত্যাশার ধৈর্য : ধৈর্যের অর্থ, নিষ্ক্রীয়ভাবে কোনও বিষয়কে মেনে নেওয়া নয়, কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ বা পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েও দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মসংযমের বাহ্যিক প্রকাশ। থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা চারপাশের প্রবল তাড়নার মুখোমুখী হয়ে, যে অসহায়ভাবে তা স্বীকার করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, এমন নয়; কিন্তু তারা প্রভু যীশু খ্রীস্টেতে তাদের যে প্রত্যাশা, তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে বিশ্বাসের কাজ ও প্রেমের পরিশ্রম ক্রমশ সাধন করে চলেছে। তা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কারণ বিশ্বাসীদের প্রতি যীশু খ্রীস্টের প্রতিজ্ঞাকে তারা কেবল ফাঁকা আওয়াজ হিসাবে নয়, কিন্তু নিশ্চিত বাক্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। নতুন নিয়মে সর্বদা 'আশা' বলতে এমন বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে, যা যদিও ভবিষ্যতের বিষয়, তথাপি সম্পূর্ণ নিশ্চিৎ।

থিষলনীকী মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের এই প্রত্যাশা কোনও জাগতিক লাভ সম্বন্ধে নয়, কিন্তু ***আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট বিষয়ক।*** আমরা সহজেই একথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারি যে, বিভিন্ন তাড়না বা সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের বলি হয়েও, তার প্রতি তারা দৃঢ়তার সঙ্গে দীর্ঘসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে চলেছে, কারণ তারা নিশ্চিত যে একদিন পিতা ঈশ্বরের সামনে প্রভু যীশু খ্রীস্ট সমস্ত মানুষের বিচার করতে চলেছেন; আর সেইদিন তারা যীশু খ্রীস্টেতে পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করতে চলেছে, তা থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। তারা তাদের প্রভুর সেই কথা শুনেছে, বিশ্বাস করেছে ও নিশ্চিত হয়েছে : ***"যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে"*** (মথি ২৪:১৩)। ১থিষলনীকীয় ৪:১৩ পদে পৌল ও তার সঙ্গীরা লিখেছে, ***" . . . যেন যাদের প্রত্যাশ্য নেই, সেই অন্য সমস্ত লোকের ন্যায়***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তোমরা দুঃখার্ত না হও।'' আপনার জীবনে যীশু খ্রীস্টই কি আপনার প্রত্যাশা ভূমি? তাঁর প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে আপনি কি সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে আপনার বিশ্বাস-জীবন যাপন করে চলেছেন?

এই সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হল, থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের দেখে পৌল ও তার সঙ্গীদের হৃদয় আনন্দ ও ধন্যবাদে পূর্ণ হয়েছে, কারণ তারা জানে যে, থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মনোনীত : *"কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের প্রেমপাত্রগণ, আমরা জানি, তোমরা মনোনীত লোক''* (৪ পদ)। পৌল, সীল ও তীমথিয় জানে যে, থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মনোনীত। তারা তা জানে, কারণ তাদের জীবন ও আচরণ এমন পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, পৌল ও তার সঙ্গীরা এই অবশ্যম্ভাবী, প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক উপসংহার টেনেছে যে, তারা ঈশ্বরের মনোনীত। অনেকে এমন কথা বলে থাকেন, ***কেউ কখনও নিজের বা অন্যের প্রতি ঈশ্বরের সার্বভৌম মনোনয়নের বিষয় নিশ্চিত হতে পারে না***। তাদের সেই কথাকে এখানে সরাসরি খণ্ডন করা হয়েছে। আমরা অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি যে, পৌল ও তার সঙ্গীরা, বেশিদিন হয়নি, তাদের পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে মাত্র কয়েকটি সপ্তাহ একসঙ্গে কাটিয়েছে, শেষে দাঙ্গার কারণে তাদের ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে; তথাপি তাদের ঈশ্বর মনোনয়নের বিষয় সাক্ষ্য দিতে তারা সামান্য ইতঃস্ততঃ করেনি। আপনি কি আপনার ঈশ্বর মনোনয়ন সম্বন্ধে নিশ্চিত?

পৌলের চিন্তায় ঈশ্বরের মনোনয়ন হল, ঈশ্বরের মহান প্রেমের প্রকাশ, যা অনন্ত বিনাশ ছাড়া যাদের কোনও গতি নেই, আমাদের মতো এমন মানুষদের উদ্ধার করার পেছনে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ। আর তাই, আমাদের ইচ্ছা ও কাজের উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করে বলে যারা মনে করেন, তাদের সেই চিন্তাকে সমূলে উৎপাটন করে। না, তার বিপরীতে, আমাদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কারণ, তিনিই প্রথমে আমাদের পাপ সম্বন্ধে দোষী করেন, এবং সেই পাপ ত্যাগ করতে ইচ্ছা যোগান। তাই, শিষ্যদের প্রতি যীশু বলেছিলেন, *"তোমরা যে আমাকে মনোনীত করেছ, তা নয়; কিন্তু আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি''* (যোহন ১৫:১৬)। ঈশ্বরের এই মনোনয়ন কোনও পরিস্থিতিকে সামাল দিতে বা তাঁর ইচ্ছার পরিবর্তনের ফল নয়; কিন্তু ***জগৎ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি তাঁর নিজের লোকদের মনোনীত করেছেন*** (ইফিষীয় ১:৪)। এখানে, ঈশ্বরের এই মনোনয়ন সম্বন্ধে পৌল কোনও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়নি, আর তার থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, পৌল আগেই সে বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ, এই সমস্ত নতুন বিশ্বাসীরাও ঈশ্বরের মনোনয়ন সম্বন্ধে প্রথম থেকেই ওয়াকিবহাল ছিল। পৌল তাদের কাছে কিছু রেখে-ঢেকে সুসমাচার প্রচার করেনি; পরিবর্তে, সুসমাচারের কেন্দ্রীয় বিষয় পূর্ণমাত্রায় তাদের কাছে তুলে ধরেছে। আজ, আমরা কী করছি? ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে বা নিজের ঈশতাত্ত্বিক চিন্তাকে তুলে ধরতে সুসমাচারে ভাঁজ দিচ্ছি কি? আসুন, সম্পূর্ণ সুসমাচার, যা আমরা যীশু ও তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে শিখেছি, তা মানুষের কাছে তুলে ধরি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com